৩৬০ হিজরির আগের প্রাচীন গ্রন্থ *আখলাকুল উলামার* অনুবাদ

ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ আজুররি

আলিমদের মর্যাদা

আলিমদের মর্যাদা

ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ আজুররি

অনুবাদ : আবুল কালাম আযাদ

সম্পাদক : আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০২২
প্রথম প্রকাশ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ১২০, US $ 6. UK £ 4

প্রচ্ছদ : মোহাম্মেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক : **নহলী**

অনলাইন পরিবেশক : **রকমারি, ওয়াফি লাইফ**

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া

ISBN : 978-984-96854-4-9

Alimder Morzada
by **Imam Abu Bakor Ajurri**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, ইমাম হাফিজ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু হাসান ইবনু আবদুল্লাহ আজুররি বাগদাদির বরকতময় গ্রন্থ *আখলাকুল উলামার* বঙ্গানুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ এখন আপনাদের হাতে। ইমাম আজুররি ৩৬০ হিজরিতে প্রায় ৮০ বছর বয়সে মক্কায় ইনতিকাল করেন। তিনি বড় মাপের হাদিস সংগ্রহকারী এবং শাফিয়ি মাজহাবের উঁচু স্তরের একজন ফকিহ ছিলেন।

তাঁর এই গ্রন্থকে প্রাচীন তথা ইসলামের প্রাথমিক যুগের গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কলেবরে ছোট অথচ মুক্তোর মতো দামি গ্রন্থটি আলিম ও তালিবুল ইলমদের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ায় অনেকের পরামর্শে সংস্করণ করা হয়েছে

গ্রন্থের পূর্বনাম *উলামাচরিত* পরিবর্তন করে দ্বিতীয় সংস্করণে *আলিমদের মর্যাদা* রাখা হলো। এতে কেউ বিরক্তবোধ করলে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।

প্রথম সংস্করণে নিরীক্ষণের কাজ করেছেন আলী হাসান উসামা। এই সংস্করণে গ্রন্থটিকে আমরা বুকসাইজ থেকে আকারে ছোট করেছি। প্রায় প্রতিটি হাদিসের আরবি ইবারত হরকতসহ যোগ করেছি। এই কঠিন কাজটি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করেছেন ইলিয়াস মশহুদ। ভাষা ও বানানের কাজ করেছেন মুতিউল মুরসালিন ও ইলিয়াস মশহুদ। আমি নিজে আবারও আদ্যোপান্ত পড়েছি।

প্রাচীন গ্রন্থ হিসেবে গ্রন্থটিতে ভূমিকা, অধ্যায় ইত্যাদি আলাদাভাবে ছিল না। আমরা সেগুলো বিন্যাস করেছি। ভূমিকা আলাদা করেছি। আলোচনাগুলো

কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। কিছু শিরোনাম-উপশিরোনাম সংক্ষিপ্ত করেছি; আর কিছু নতুন করে লাগিয়ে দিয়েছি। আশা করছি এতে পাঠক গ্রন্থটি পড়তে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন। দেখতেও ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা কবুল করুন। প্রতিটি হরফের বদলা দান করুন। আমিন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুবাদকের কৈফিয়ত

ঢাকার লালবাগ জামিয়ায় যখন পড়ি, তখন *আখলাকুল উলামা* গ্রন্থের উর্দু অনুবাদটি আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। গ্রন্থটি ৩৬০ হিজরির আগে বাগদাদে লেখা হয়েছে; কিন্তু পড়লে মনে হবে যেন তিনি উপমহাদেশের বর্তমান আলিম ও তালিবুল ইলমদের অবস্থা নিজ চোখে দেখে দেখে আলোচনা করছেন। ফলে এক-দুবার পড়ে বাংলাভাষী পাঠকের জন্য এটি পড়া জরুরি মনে হলো আমার। এত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ করা শুধু সাহস নয়; রীতিমতো দুঃসাহসের ব্যাপার—এ কথাও বিবেচনায় ছিল। ফাতওয়া-বিভাগের পরীক্ষা দেওয়ার পর অবসর সময় কাজে লাগাতে পবিত্র রমজানে (১৪৩৮ হিজরি) শুরু করলাম কাজ; কিন্তু রমজানের পর থেকে (কওমি শিক্ষাবর্ষের) বার্ষিক পরীক্ষার ঘোষণা পর্যন্ত নতুন কর্মস্থলে পড়ানোর পাশাপাশি আরও কিছু দায়িত্বের চাপে কাজ আর এগোয়নি।

পরবর্তী রমজানের আগে অনুবাদ শেষ করে *কালান্তর প্রকাশনীর* প্রকাশক আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে দেখা করলে তিনি প্রকাশ করতে সম্মতি জানান। তবে কঠিন একটা শর্ত এঁটে দেন—মূল আরবি গ্রন্থ সংগ্রহ করে সরাসরি আরবি থেকে অনুবাদ করতে হবে। পরে ইন্টারনেটে দীর্ঘক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটির পিডিএফ পেয়ে যাই। আরবির সঙ্গে মেলাতে গিয়ে উর্দু থেকে করা তরজমায় অনেক সংযোজন-বিয়োজন করতে হয়েছে। তবে উর্দু গ্রন্থটিতে যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আবদুল হাফিজ মাক্কি রাহ.-এর দেওয়া মূল্যবান দীর্ঘ বাণী, উর্দু অনুবাদক মাওলানা

কামালুদ্দিন ইসলামাবাদির বন্ধনীর ভেতরের সংযোজন এবং পাঠকের উপকারার্থে তাঁর পার্শ্বটীকাসমূহ এই অনুবাদে রাখা হয়েছে। মূল গ্রন্থের রেফারেন্সে উর্দু অনুবাদক হাদিস ও আসারের সনদ বিলুপ্ত করেছেন। বাংলা অনুবাদে স্বাভাবিক পাঠের গতি যেন ব্যাহত না হয়, সে জন্য তিনের অধিক রেফারেন্সগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে।

লোকপরিচিতির আড়ালে থাকা মুহাদ্দিস উসতাজ মাওলানা যহীরুল ইসলাম অনুবাদটি প্রথমে গভীরভাবে দেখে পাঠোপযোগী না করলে বোধহয় ছাপার মুখই দেখত না।

গ্রন্থটির প্রকাশক, সম্পাদক, নিরীক্ষক, প্রুফ সমন্বয়কারীসহ শুভাকাঙ্ক্ষী সবার বিনিময়ের ভার উত্তম বিনিময়দাতার উদ্দেশে সোপর্দ করছি। জাজাহুমুল্লাহু আহসানাল জাজা।

যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গে এত এত মানুষ গ্রন্থটিতে শ্রম দেওয়ার পরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই কারও চোখে তেমন কিছু ধরা পড়লে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন; পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে ফরিয়াদ করি সব কাজের তাওফিকদাতা মালিকের দরবারে, তিনি যেন আলিম ও তালিবুল ইলমদের জাগানোর এবং সালাফে সালিহিনের রঙে তাঁদের রঙিন করার উদ্দেশ্যে এ খিদমতকে ইখলাসের মোড়কে কবুল করেন। আমিন।

আবুল কালাম আযাদ
০১ নভেম্বর, ২০১৮

সূচিপত্র

আল্লামা আবদুল হাফিজ মাক্কি রাহ.-এর বাণী # ১১

ভূমিকা # ১৭

প্রথম অধ্যায়

দুনিয়া-আখিরাতে আলিমদের ফজিলত # ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুনিয়া-আখিরাতে উপকৃত আলিমদের গুণাবলি # ৪১

এক : জ্ঞানার্জনের আদব ও পদ্ধতি ৪২
দুই : শিক্ষার্থীদের জন্য আলিমদের কাছে যাওয়ার আদব ও পদ্ধতি ৪২
তিন : আলিমদের সঙ্গে ওঠাবসার আদব ও রীতিনীতি ৪৪
চার : ইলমের মাধ্যমে পরিচিতি পাওয়ার পর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ ৪৫
পাঁচ : বিতর্কের প্রয়োজন হলে আলিমের বিতর্কের রীতি ৫০
ছয় : জনসাধারণের সঙ্গে আলিমের আচরণ ও গুণাগুণ ৫৬

তৃতীয় অধ্যায়

আলিম ও আল্লাহ তাআলার মধ্যে সম্পর্ক # ৫৮

চতুর্থ অধ্যায়

আলিমদের আমলের ব্যাপারে আল্লাহর কাঠগড়ায় জিজ্ঞাসাবাদ # ৬৭

পঞ্চম অধ্যায়
ইলমের মাধ্যমে ফিতনা সৃষ্টিকারী আলিমের গুণ # ৭২
ষষ্ঠ অধ্যায়
উলামায়ে সুর বিবরণ # ৮২
সপ্তম অধ্যায়
ইলমের উপকার থেকে বঞ্চিত আলিম # ৯৮

আল্লামা আবদুল হাফিজ মাক্কি রাহ.-এর
বাণী

হামদ ও সালাতের পর। মহান আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তাঁর কাছে পুরো দুনিয়া, দুনিয়ার ধনসম্পদ ও বিলাসসামগ্রীর বিন্দুপরিমাণ মূল্য নেই। আল্লাহর সত্য নবি মুহাম্মাদ ﷺ বলেন,

> لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا أَعْطَى كَافِرًا مِنْهَا جَرْعَةَ مَاءٍ
>
> পুরো দুনিয়ার মূল্য যদি আল্লাহর কাছে মাছির ডানাপরিমাণ দামি হতো, তবে (কোনো শত্রু) কাফিরকে একফোঁটা পানিও পান করাতেন না।[১]

আল্লাহর কাছে দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই বলে তিনি মুমিন-কাফির সবাইকে দুনিয়া দান করেন। তাঁর ওলি, প্রিয়জন আর নেককারদেরও দান করেন। আবার শত্রু—ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান, মুশরিক এবং নাস্তিকদেরও দান করেন।

তবে আল্লাহর কাছে দীনই বেশি মূল্যবান। দীনের ছোট থেকে ছোট একটা বিষয়ও তাঁর কাছে অনেক দামি। শেষ ধর্ম ইসলাম। আল্লাহর প্রিয় হাবিব শেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ তা নিয়ে আসেন এবং ঘোষণা করেন—এটি আল্লাহর প্রেরিত শেষ ও পরিপূর্ণ জীবনবিধান। আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এটিই চলবে। এখন থেকে নতুন কোনো নবি আসবেন না। নতুন কোনো ধর্মও

[১] *সুনানুত তিরমিজি*: ২৩২০; *সুনানু ইবনি মাজাহ*: ৪১১০; *মিশকাতুল মাসাবিহ*: ৫৭১১।

আসবে না। যে-কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে তার একমাত্র পথ হলো আল্লাহর দেওয়া দীনের শিক্ষা অবলম্বন করা। এর মাধ্যমেই দুনিয়া-আখিরাতের সব ক্ষেত্রে আনন্দ, সৌভাগ্য ও উত্তম সফলতা অর্জন করতে পারবে।

ইসলাম পরিপূর্ণ একটি ধর্ম। তাই এর অনেক শাখা রয়েছে। যেমন :

- জ্ঞানের শাখা।
- আত্মশুদ্ধির শাখা।
- দাওয়াত ও তাবলিগের শাখা।
- ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বীদের ভ্রান্তি নিরসন শাখা।
- আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের শাখা।
- মানবসেবা ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্যে নিয়োজিত শাখা ইত্যাদি।

যেগুলোর নীতিমালা, সমাধান ও উপকারিতার কথা কুরআন-সুন্নাহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

দুনিয়ার কোনোকিছুরই তাঁর কাছে সামান্য মূল্য নেই। তবে ইসলামের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যেগুলো তাঁর কাছে মূল্যবান, সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক দামি হচ্ছে ইলমে দীনের শাখা। এ জন্য আল্লাহ তাআলা আলিমদেরই নবিদের উত্তরসূরি করেছেন। নবিজি ﷺ বলেন,

> সাধারণ আবিদ[১] থেকে একজন আলিমের মর্যাদা এমন, সমস্ত তারকারাজির ওপর পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা যেমন। তাই নিঃসন্দেহে আলিমরাই নবিদের উত্তরসূরি। তবে নবিরা তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে (জনসাধারণের মতো) টাকাপয়সা রেখে

[১] 'আবিদ' আরবি শব্দ। অর্থ অনুগত বান্দা। যিনি কোনো আলিম বা আল্লাহওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন অথবা দীনের মেহনতের সঙ্গে জড়িত; কিন্তু আলিম হওয়ার পথপরিক্রমা তিনি অতিক্রম করেননি, তাঁকে 'আবিদ' বা ইবাদতগুজার বলা হয়।

যাননি; বরং ইলমের উত্তরাধিকারী রেখে গেছেন। সুতরাং যে ইলম অর্জন করবে, সে-ই সৌভাগ্যবান।[৩]

এ জন্য কুরআন-হাদিস ও সাহাবিদের বাণীতে আলিমদের বিভিন্ন মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। তবে একটা বিষয় লক্ষ রাখতে হবে—এই মর্যাদা কেবল রাব্বানি আলিমদের জন্য। এ জন্য তাকে নেককাজ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তার জীবন কুরআন-সুন্নাহর আমলের নমুনা হতে হবে। যে আলিম এমন হবে না; বরং পাপাচারে লিপ্ত থাকবে, কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষার বিপরীতে যার আমল হবে, সে 'উলামায়ে সু'[৪]-এর অন্তর্ভুক্ত। এমন আলিম কখনো সেই মর্যাদার অধিকারী হতে পারবে না। এদের ব্যাপারে হাদিসে কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি এসেছে। এ জন্য সালাফে সালিহিনের যুগ থেকে নিয়ে এখনো রাব্বানি আলিমরাই ইলমের সঙ্গে সৎকাজের পূর্ণ গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য যে পরিমাণ মেহনতের প্রয়োজন, তা করেছেন ও করছেন। আকাবিররা সবসময় আলিমদের এ বিষয়েরই তাকিদ দিতেন যে, প্রত্যেক আলিমের জন্য আত্মসংশোধন ও আমলের গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। এটিই হচ্ছে সকল রাব্বানি আলিমের গ্রহণযোগ্য পন্থা।

ইমাম হাফিজ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু হাসান ইবনু আবদুল্লাহ আজুররি বাগদাদির বরকতময় গ্রন্থ *আখলাকুল উলামা*ও এই মালারই একটি মুক্তো। লেখক বেশ যত্নের সঙ্গে কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবিদের বাণী থেকে পূর্ববর্তী

---

[৩] *সুনানুত তিরমিজি* : ২৬৮২; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ২২৩; *মিশকাতুল মাসাবিহ* : ২১২।

[৪] যে-সকল আলিম লোভের বশবর্তী হয়ে, টাকার দাস হয়ে, অন্যের প্ররোচনায় রাজপক্ষ অবলম্বন করে শরিয়তে মুহাম্মাদি ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষ ত্যাগ করে, তাদের উলামায়ে সু বলা হয়। মনে রাখতে হবে, যারা সহিহ ইলম শিখে নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করেছেন এবং দেশ ও জাতিকে সিরাতে মুসতাকিম (সঠিক পথ) দেখান, তারা হলেন প্রকৃত আলিম। আর যারা বাহ্যিকভাবে ইলম শিখে বটে; কিন্তু নিজের জীবনে তার প্রতিফলন ঘটায় না এবং নিজের স্বার্থে রাজপক্ষ অবলম্বন করে শরিয়ত বিকৃত করে দেশ ও জাতিকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেয়, তারা হলো উলামায়ে সু; আলিম নামের কলঙ্ক, ভ্রষ্ট আলিম।